মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

১ মার্চ ২০১৮

সূচীপত্র

বিশ্লেষনমূলক সারসংক্ষেপ..... ৩
মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: ফেব্রুয়ারি ২০১৮..... ৬
বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের গণগ্রেফতার, নির্বিচারে মামলা দায়ের ও সভা-সমাবেশে বাধা এবং ক্ষমতাসীনদলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর হামলা ৭
খালেদা জিয়ার রায়, দমনপীড়ন ও গণগ্রেফতার ৭
ক্ষমতাসীনদলের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল ১২
ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ.....১৪
বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ১৬
রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নিপীড়ন ও দায়মুক্তি.....১৭
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড.....১৭
মৃত্যুর ধরণ ১৭
গুম.....১৭
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে নির্যাতন, অমানবিক আচরণ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জবাবদিহিতার অভাব ১৯
কারাগারে মৃত্যু ২১
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ২১
মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ২১
নিবর্তনমূলক দ্রুত আইনে সাজা বাড়ানো হয়েছে ২১
নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ রয়েছে..... ২২
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা..... ২৩
শ্রমিকদের অধিকার ২৪
বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন- ২০১৭..... ২৪
নারীর প্রতি সহিংসতা..... ২৫
বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরণ..... ২৫
ধর্ষণ..... ২৫
যৌতুক সহিংসতা ২৬
এসিড সহিংসতা ২৬
ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি ও মানবাধিকার লংঘন..... ২৬
মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা..... ২৮
মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা ৩১
সুপারিশসমূহ..... ৩৩

বিশ্লেষনমূলক সারসংক্ষেপ

২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে একাদশতম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকায় এই বছরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে আওয়ামী লীগ জোট সরকার ক্ষমতায় রয়েছে এবং ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত ১০ বছরে সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়করণ এবং তাদের আজ্ঞাবহ করেছে। সরকার ২০১১ সালে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি, নাগরিক সমাজ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও এবং গণভোট ছাড়াই কর্তৃত্ববাদী আচরনের মাধ্যমে সর্বসম্মত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের প্রতিবাদে বিএনপিসহ প্রায় সব রাজনৈতিক দল (আওয়ামী লীগ এর জোটভুক্ত রাজনৈতিক দল ছাড়া) নির্বাচন বয়কট করলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র ভোটারবিহীন ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের[১] মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে তার গ্রহনযোগ্যতা হারায়। গত ১০ বছরে মানবাধিকার পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হয়েছে এবং সরকার নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নসাৎ করে দেশে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই সময়ে বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীসহ অনেক মানুষ গুম, বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন এবং পায়ে গুলির ব্যাপক শিকার হয়েছেন; মতপ্রকাশ, সভা-সমাবেশের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এবং নিবর্তনমূলক অনেকগুলো আইনের প্রবর্তন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী মাসগুলোর মতো ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেও গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, রিমাণ্ডে নিয়ে নির্যাতন এবং যথাযথ চিকিৎসার অভাবে কারাগারে মৃত্যুর অভিযোগ রয়েছে। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারনে গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত ছিল ফেব্রুয়ারি মাসে।

২০১৭ সালে বিচার বিভাগের সঙ্গে সরকারের ব্যাপক টানাপোড়নের ফলশ্রুতিতে তৎকালিন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার পদত্যাগের পর ক্ষমতাসীন দল বিচার বিভাগের ওপর নিরঙ্কুষ প্রধান্য বিস্তার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আগে থেকেই দুর্বল বিচার ব্যবস্থার ওপরে সরকারের হস্তক্ষেপ দেশের মানুষের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে ভীষণভাবে অনিশ্চিত করে তুলেছে।

গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতামূলক সরকারের অভাবে দেশে দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ২০০৯ সালে শেয়ার মার্কেটের ধ্বসে বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী সর্বস্বান্ত হয় এবং অনেকে আত্মহত্যা করেন। এরপর আবার ২০১৪ সালে ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে ব্যাংকিং খাতে ব্যাপক ধ্বস নামে। এই দুই অর্থনৈতিক দুর্নীতির সঙ্গে সরকারী দলের নেতাদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমান টাকাও বিদেশে পাচার হচ্ছে।[২] এখন পর্যন্ত পানামা, অফশোর এবং প্যারাডাইস পেপারসের তিনটি তালিকায় মোট ৮৭ জন বাংলাদেশীর নাম এসেছে।

[১] আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয়। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনটি শুধুমাত্র প্রহসন মূলকই ছিল না (১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন), নির্বাচনটিতে ব্যালটবাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখল ও ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

[২] প্যারাডাইস পেপারসে অর্থ পাচারে দ্বিতীয় তালিকা: আরও ২০ বাংলাদেশির নাম/ যুগান্তর ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/18058/

এদের অনেকেই সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় এই ব্যাপারে সরকার এবং দুর্নীতি কমিশনকে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় নাই।

সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করায় বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকদের সেল্ফসেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত বন্ধ করে রাখা হয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকরা এই সময়ে সরকারিদলের সমর্থক দুর্বৃত্ত ও পুলিশের হামলার শিকার হয়েছেন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার রোষানালে পড়ে রাজনৈতিক মামলার আসামী হয়েছেন, যা ফেব্রুয়ারি মাসেও ঘটেছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা চলছেই। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌতুক, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস, যৌন হয়রানি এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন এবং ফেব্রুয়ারি মাসেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩), এসিড নিয়ন্ত্রন আইন ২০০২,এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন ২০১০ বলবৎ থাকলেও আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাবে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটছেই। এছাড়া বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর বিশেষ ধারা মেয়ে শিশুর বিয়ের পথ আরো প্রশস্ত করছে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

গত ১০ বছরের ধারাবহিকতায় সারাদেশে আওয়ামীলীগ সমর্থিত ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতা-কর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এরা দায়মুক্তি ভোগ করছে। প্রকাশ্যে এরা আগ্নেয়াস্ত্র এবং অন্যান্য মারনাস্ত্র ব্যবহারসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকলেও করলেও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাদের বিরুদ্ধে সচরাচর কোন ব্যবস্থা নেয়নি। উপরন্ত অনেক ক্ষেত্রে উভয়ে মিলেই বিরোধী দলের নেতাকর্মীসহ ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর চড়াও হয়েছে।

৮ ফেব্রুয়ারিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় দুর্নীতির অভিযোগে তাঁকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে সেদিনই তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।[৩] খালেদা জিয়ার সাজার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল ও তাঁর জামিনের জন্য তাঁর আইনজীবীরা রায়ের সত্যায়িত কপি তুলতে আদালতে আবেদন করলে রায়দানকারী বিচারক রায়ের পরও তা পুনঃসংশোধন করছেন, এই কথা বলে আপিল ও জামিনের জন্য রায়ের সত্যায়িত কপি দেয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে আদালতের কর্মকর্তারা জানান। যদিও ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৬৯ এ বলা আছে আদালতকে অবশ্যই পুরো রায় আদালতে পড়তে হবে এবং রায় পড়া শেষে রায়ে স্বাক্ষর করতে হবে।[৪] ৮ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়ার রায় ঘোষণা করা হলেও এর অনেক আগে ৩০ জানুয়ারি থেকেই সরকার বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের গণগ্রেফতার, হামলা এবং মামলাসহ ব্যাপক দমন-পীড়ন চালায় যা পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে অব্যাহত ছিল। এই অভিযানের সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বিরোধী দল বিএনপির নেতা-

[৩] ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষনা করেন বিশেষ আদালতের বিচারক ড. মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান। এই মামলাটি ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দুদক দায়ের করে। তখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধেও ছয়টি দুর্নীতি বা চাঁদাবাজির মামলা করা হয়। এই মামলাগুলো আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর হাইকোর্ট থেকে বাতিল বা খারিজ হয়ে গেছে এবং মামলার বাদী মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

[৪] ZIA ORPHANAGE CASE; Judge still correcting verdict/ নিউএজ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/34698/judge-still-correcting-verdict

কর্মীদের বাড়ি ঘরে তল্লাশীর নামে ভাংচুর, ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন, শত শত মামলা দায়ের ও মৃত এবং গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিকে মামলার আসামী করে হয়রানীর ঘটনা ঘটিয়েছে। এই গণগ্রেফতারে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ছাড়াও সাধারণ নাগরিকরাও রয়েছেন। আটক হওয়া নাগরিকদের পরিবারের সদস্যরা বিরামহীনভাবে থানা, ডিবি অফিস, আদালত ও জেলে তাঁদের স্বজনদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করতে যেয়ে বা ছাড়িয়ে আনতে যেয়ে হয়রানির সম্মুখিন হয়েছেন। এছাড়া মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে গণগ্রেফতারের শিকার ব্যক্তিদের ছাড়িয়ে আনার ঘটনাও ঘটেছে।[৫] এই মাসে জাতীয় সংসদে নিবর্তনমূলক 'আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন-২০১৮ পাস হয়। এই সংশোধনীতে সাজার মেয়াদ বাড়িয়ে সর্বনিম্ন দুই বছর ও সর্বোচ্চ পাঁচ বছরেরর জায়গায় সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডের বিধান করা হয়েছে।

সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও নাগরিক সমাজের চাপের মুখে সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা সহ ৫টি ধারা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই অনুযায়ী 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮'র খসড়া অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা। কিন্তু বিলুপ্ত করা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ধারাগুলো প্রস্তাবিত 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে' অন্তর্ভুক্ত করায় এটি আরেকটি নিবর্তনমূলক আইনে পরিনত হতে যাচ্ছে। অনুমোদন পাওয়া আইনের খসড়ার ৩২ ধারায় সাংবাদিক এবং মানবাধিকাকর্মীদের ব্যাপক হয়রানী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশীদের হত্যা-নির্যাতনসহ বাংলাদেশের ওপর ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ভয়ঙ্কর প্রভাব আগের ধারাবাহিকতায় ফেব্রুয়ারি মাসেও অব্যাহত ছিল। এছাড়া বাংলাদেশের অপর সীমান্তবর্তী দেশ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে (পূর্ববর্তী নাম আরাকান) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর মিয়ানমারের সেনাবাহিনীসহ স্থানীয় বৌদ্ধ চরমপন্থীদের সহিংস অভিযানে অসংখ্য বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, গণধর্ষণ, নির্যাতন, অগ্নিকাণ্ড ও নির্বিচারে আটকের ঘটনা ঘটায় জীবন বাঁচাতে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে লাখে লাখে রোহিঙ্গা শরনার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন। বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের রাখাইনে প্রত্যাবর্তনের চুক্তি হওয়ার পরেও রোহিঙ্গারা প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের তথ্য উপাত্তসহ এই মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

[৫] থানার বাইরে অন্তহীন প্রতীক্ষা/ নয়াদিগন্ত ২ ফেব্রুয়ারি/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/290408

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: ফেব্রুয়ারি ২০১৮

১-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮*				
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	১৮	৬	২৪
	গুলিতে নিহত	১	১	২
	মোট	১৯	৭	২৬
গুম		৫	২	৭
কারাগারে মৃত্যু		৬	৫	১১
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	২	১	৩
	বাংলাদেশী আহত	৩	৫	৮
	বাংলাদেশী অপহৃত	২	০	২
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	১২	৬	১৮
	লাঞ্ছিত	১	৩	৪
	হুমকির সম্মুখীন	২	১	৩
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৯	৪	১৩
	আহত	৬১৯	৪২৪	১০৪৩
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা		১০	১৩	২৩
ধর্ষণ		৪৫	৭০	১১৫
যৌন হয়রানীর শিকার		১৪	১২	২৬
এসিড সহিংসতা		২	১	৩
গণপিটুনীতে মৃত্যু		৫	৬	১১
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)- এ গ্রেফতার **		২	১	৩

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

** সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেবার কারণে এঁদের গ্রেফতার করা হয়।

বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের গণগ্রেফতার, নির্বিচারে মামলা দায়ের ও সভা-সমাবেশে বাধা এবং ক্ষমতাসীনদলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর হামলা

খালেদা জিয়ার রায়, দমনপীড়ন ও গণগ্রেফতার

১. বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত দুর্নীতি মামলার রায়[৬] ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই সরকার দেশে বিএনপি এবং এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গণগ্রেফতার অভিযান চালায় যা ফেব্রুয়ারি মাসে ব্যাপক আকার ধারণ করে। ৩০ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীসহ মোট ৪৮৩৬ জন গ্রেফতার হয়েছেন। এই সময় বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়সহ অনেককে গ্রেফতার করা হয় এবং সারাদেশে নেতাকর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে পুলিশ বা সাদা পোশাকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন গ্রেফতারী অভিযান ও তল্লাশীর নামে বাড়িঘরে হামলা চালায় বলেও অভিযোগ রয়েছে। যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে 'নাশকতার পরিকল্পনার' অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। ৩ ফেব্রুয়ারি মানিকগঞ্জে অভিযান চালিয়ে পুলিশ জেলা বিএনপি'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোতালেব হোসেন এবং সিঙ্গাইর সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান দেওয়ান মাহবুবুর রহমানসহ ২৪ জন বিএনপি নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে।[৭] ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম শুক্কুরের বাড়ি তছনছ করে সাদা পোশাকধারী একদল পুলিশ।[৮] ৪ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানায় 'নাশকতা পরিকল্পনা'র অভিযোগে নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপি'র সভাপতি কাজী মনিরুজ্জামান মনির এবং কাঞ্চন পৌরসভার বিএনপি সমর্থিত মেয়র আবুল বাশার বাদশাসহ ৭৭ জনের নামে মামলা দায়ের করা হয়।[৯] এই নির্বিচারে গ্রেফতারী অভিযানে অনেক সাধারণ নাগরিককেও আটক করা হয়েছে। ঢাকার যাত্রাবাড়ির ধলপুরের বাসিন্দা বৃদ্ধ আবদুর রহিম পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি এবং দক্ষিণ শাহজাহানপুরের বাসিন্দা দুলাল বেপারী (যক্ষ্মা রোগী) একজন চায়ের দোকনদার। পুলিশ এই অভিযানে তাঁদের গ্রেফতার করে রিমান্ড চেয়েছে। আবদুর রহিমের মেয়ে সুমি আক্তার বলেন, তাঁর বাবা কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ। তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ তাঁর জীবন বিপন্ন করে তুলেছে।[১০]

---

[৬] ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষনা করেন বিশেষ আদালতের বিচারক ড. মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান। এই মামলাটি ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দুদক দায়ের করে। তখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধেও ছয়টি দুর্নীতি বা চাঁদাবাজির মামলা করা হয়। এই মামলাগুলো আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর হাইকোর্ট থেকে বাতিল বা খারিজ হয়ে যায় বা মামলার বাদী মামলা প্রত্যাহার করে নেয়।

[৭] পাঁচ দিনে বিএনপির ৪৮০ জন গ্রেপ্তার/ প্রথম আলো ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1423766/

[৮] টঙ্গীতে রাতে বিএনপি নেতার বাড়ি তছনছ/ নয়াদিগন্ত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/291251

[৯] বিএনপি-জামায়াতের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী গ্রেফতার/ নয়াদিগন্ত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/291228

[১০] যক্ষ্মায় রিমান্ড মাফ মামলায় রাজমিস্ত্রি/ প্রথম আলো ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

২. এই সময় গণগ্রেফতার ও দমনপীড়নের পাশাপাশি বিরোধীদল বিএনপি ছাড়াও বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশে বাধা দেয় সরকার। ২ ফেব্রুয়ারি গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা হাসান মারুফ রুমীর ওপর দুর্বৃত্তদের হামলার বিচারের দাবিতে জাতীয় জাদুঘরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ চলাকালে পুলিশ সভার মাইক কেড়ে নিয়ে সমাবেশকারীদের সমাবেশ স্থল ত্যাগ করতে বাধ্য করে।[১১]

৩. গত ৮ ফেব্রুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় তাঁকে ৫ বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করেন বিশেষ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান। এছাড়া খালেদা জিয়ার ছেলে বিএনপি'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক রহমানসহ ৫ জনকে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয় আদালত। এই রায়কে কেন্দ্র করে সরকার ব্যপক দমনপীড়নের আশ্রয় নেয় এবং এই দিন ঢাকাকে সারাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ৫ ফেব্রুয়ারি রাত থেকেই সারাদেশে যানবাহন, মেস ও আবাসিক হোটেলগুলোতে অভিযান শুরু করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। পূর্ব রামপুরার একটি মেস থেকে সাতজনকে তুলে নেয় রামপুরা থানা পুলিশ। এরমধ্যে ইউটিলিটি প্রফেশনালস নামে একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দুইজন প্রকৌশলীও রয়েছেন। পুলিশ জানায় এরা জামায়াত-শিবিরের কর্মী।[১২] আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পাশাপশি সারাদেশে সীমান্তরক্ষী বিজিবির সদস্যদেরও মোতায়েন করে সরকার। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এই দিন ঢাকায় সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করলেও আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠন যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় লাঠি ও অস্ত্র হাতে অবস্থান নেয় এবং মোটরসাইকেল করে মহড়া দেয়। এই রায়কে ঘিরে সারাদেশে ব্যাপক গোলযোগের আংশকা থাকলেও দলের উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিরোধীদল বিএনপি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করার নির্দেশ দিলে বিএনপি'র নেতাকর্মীরা শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করতে থাকলে সেখানে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠন যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আগ্নেয়াস্ত্র[১৩] নিয়ে হামলা চালায়। বহু বিএনপি নেতাকর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সময় সারাদেশে পুলিশ ২০০ মামলা দায়ের করেছে এবং পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী বিএনপি নেতাকর্মীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।[১৪] এমনকি মামলায় মৃত ও প্যারালাইজড হয়ে যাওয়া বিএনপি নেতাদেরও অভিযুক্ত করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও থানায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে বিএনপি'র ৫৮ জনের নাম উল্লেখসহ আরো ৪০-৫০ জনকে অজ্ঞাত আসামী করে একটি মামলা হয়েছে। এই মামলায় আসামীদের মধ্যে রয়েছেন দেড় বছর আগে মারা যাওয়া সোনারগাঁ থানা বিএনপি'র সহ-সভাপতি মজিবর রহমান এবং এক বছর ধরে প্যারালাইজড হয়ে বর্তমানে চিকিৎসার জন্য সাভার সিআরপিতে ভর্তি থাকা সোনারগাঁ থানা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রউফ।[১৫]

---

[১১] গণসংহতি আন্দোলনের সমাবেশে পুলিশি বাধা/ যুগান্তর ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/13968/

[১২] মেসে-বাসে তল্লাশি, সাত শতাধিক গ্রেপ্তার/প্রথম আলো ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1425926/

[১৩] সারা দেশে বিএনপির বিক্ষোভ, পুলিশের বাধা/ মানবজমিন ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=104296&cat=9/

[১৪] নতুন ২ শতাধিক মামলা: ৫০ হাজারের বেশি আসামি ৬ হাজার গ্রেফতার/ নয়াদিগন্ত, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/294022

[১৫] সোনারগাঁওয়ে মৃত বিএনপি নেতা নাশকতার মামলায় আসামি/ নয়াদিগন্ত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://dailynayadiganta.com/detail/news/293487

নয়াপল্টনে বিএনপির এক কর্মীকে পেটাচ্ছে পুলিশ। ছবিঃ প্রথম আলো ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৮

সন্দেহভাজন বিএনপি নেতাকমীদের গ্রেফতারের পর ঢাকা মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। ছবিঃ ছবি নিউএইজ ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৮

চট্টগ্রাম নগর বিএনপি কার্যালয়ের সামনে থেকে এক মহিলা কর্মীকে আটক করে পুলিশ (বায়ে), সিলেটে ছাত্রদল কর্মীকে পেটাচ্ছে ছাত্রলীগ। ছবিঃ বাংলাদেশ প্রতিদিন ৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৮

ঢাকা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ। ছবিঃ নয়াদিগন্ত ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৮

৪. বিএনপি চেয়ারপরসন খালেদা জিয়া হতে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের বেশীর ভাগ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিগত ২০০৭ সালের এগারোই জানুয়ারি থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগের দুই আমল মিলিয়ে সারাদেশে ৫০ হাজার মামলা দেয়া হয়েছে এবং এইসব মামলায় নামে ও অজ্ঞাতনামা প্রায় ১২ লক্ষ জনকে আসামী করা হয়েছে বলে বিএনপি দাবি করেছে।[১৬] অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে গেলেও পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে থেকে বিরোধীদল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর হামলা করেছে।

৫. গত ৮ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়ার রায় ঘোষণার পর সিলেটে স্বেচ্ছাসেবকদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিল লক্ষ্য করে ফাঁকা গুলি ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে।[১৭] এই সময় পুলিশের সঙ্গে জেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সহ-সভাপতি পীযুষ কান্তি দে, সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সজল দাস অনিক এবং আওয়ামীলীগ কর্মী মুনিম আগ্নেয়াস্ত্র হাতে মিছিলে হামলা করে এবং গুলি চালায়। এদের সঙ্গে মাথায় হেলমেট পড়া আরো দুই যুবককে কাটা রাইফেল থেকে মিছিলে গুলি চালাতে দেখা যায়।[১৮] এই হামলায় জেলা ছাত্রদল নেতা সৈয়দ মোস্তফা মাথায় গুলিবিদ্ধ হন।[১৯] অথচ এই ঘটনায় ৮ ফেব্রুয়ারি পুলিশ অ্যাসল্ট ও বিস্ফোরক মামলায় বিএনপি'র ৫৪ জন নেতাকর্মী ও ২০০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামী করে মামলা দয়ের করে।[২০]

---

[১৬] মামলার পাহারে বিএনপি/যুগান্তর, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/16646/

[১৭] সিলেটে দফায় দফায় সংঘর্ষ দুইজন গুলিবিদ্ধসহ আহত ২০/ নয়াদিগন্ত, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/292302

[১৮] শাসক দলের অস্ত্রধারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে/ যুগান্তর, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/16326/

[১৯] সিলেটে দফায় দফায় সংঘর্ষ দুইজন গুলিবিদ্ধসহ আহত ২০/ নয়াদিগন্ত, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/292302

[২০] শাসক দলের অস্ত্রধারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে/ যুগান্তর, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/16326/

সিলেটে সংঘর্ষ চলাকালে অস্ত্র হাতে ছাত্রলীগ কর্মী। ছবিঃ মানবজমিন, ৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৮

বৃহস্পতিবার সিলেটে আদালতপাড়ায় ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষ চলাকালে অস্ত্র হাতে ছাত্রলীগ কর্মীরা। ছবিঃ সমকাল, ৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৮

৬. ৮ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর শহরে রায়ের প্রতিবাদে সমাবেশ করার জন্য বিএনপি নেতাকর্মীরা বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফের বাড়িতে সমবেত হচ্ছেন এই খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ ও বিজিবি'র পাশাপাশি যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মোটর সাইকেলে চেপে ধারালো ও

আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা করে এবং গুলি চালায়। এই সময় শহর ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সনেট, যুবদল নেতা উজ্জল ও হৃদয়কে পুলিশের সামনেই পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করা হয়।[২১]

৭. খালেদা জিয়াকে কথিত দুর্নীতির মামলায় সাজা দেয়া হলো এমন একটি সময়ে যখন বছরের শেষে একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। খালেদা জিয়ার রায়ের আগে সরকারিদলের উচ্চ পর্যায়ের নেতারা এবং সংসদে আধা বিরোধী ও আধা সরকারিদল জাতীয় পার্টি'র নেতারা রায়ে সাজা হওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত দেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমে এরকম সংবাদও প্রকাশিত হয় যে খালেদা জিয়াকে জেল দিয়ে তাঁকে নির্বাচনে অযোগ্য করে ২০১৪ সালের মতো জনগনের অংশগ্রহনবিহীন প্রহসনমূলক নির্বাচন করতে চায় আওয়ামী লীগ সরকার। খালেদা জিয়ার সাজার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার জন্য তার আইনজীবীরা রায়ের সত্যায়িত কপি তোলার জন্য আদালতে আবেদন করলে রায়দানকারী বিচারক ড. আক্তারুজ্জামান রায় পুনঃসংশোধন করছেন বিধায় সত্যায়িত কপি দেয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে আদালতের কর্মকর্তারা জানান।[২২] অথচ ফৌজদারী কার্যবিধির ধারায় ৩৬৯ এ বলা আছে আদালতকে অবশ্যই পুরো রায় আদালতে পড়তে হবে এবং রায় পড়া শেষে রায়ে স্বাক্ষর করতে হবে।[২৩] গত ১৯ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা রায়ের কপি হাতে পান।[২৪] গত ১০ ফেব্রুয়ারি বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ আহমেদ পাঁচজন আইনজীবীকে নিয়ে ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডের পুরানো কারগারে খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসে বলেন, তাঁকে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়েছে (সলিটারি কনফাইনমেন্ট) যা সংবিধান ও আইন পরিপন্থী।[২৫] কারাবন্দি হওয়ার পর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ঢাকার দুটি, কুমিল্লার একটি এবং নড়াইলের একটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।[২৬]

ক্ষমতাসীনদলের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল

৮. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৪ জন নিহত ও ৪২৪ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ৩৪টি ও বিএনপি'র ১টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৩৭১ জন আহত এবং বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১ জন নিহত ও ৩ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

৯. বিরোধীদল দমনপীড়নের পাশাপাশি সারা দেশে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ও তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনগুলো ছাত্রলীগ যুবলীগ এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা কর্মীরা একচ্ছত্র অধিপত্য বিস্তার করেছে। আর এই আধিপত্য বিস্তার করতে যেয়ে ক্ষুদ্রস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ঘটনা অব্যাহতভাবেও চলছে। এই সময় তাদের আগ্নেয়াস্ত্র সহ বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে।

---

[২১] ফরিদপুরে কামাল ইউসুফের বাড়িতে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের হামলা/ নয়াদিগন্ত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/292589

[২২] ZIA ORPHANAGE CASE; Judge still correcting verdict/ নিউএজ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/34698/judge-still-correcting-verdict

[২৩] ZIA ORPHANAGE CASE; Judge still correcting verdict/ নিউএজ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/34698/judge-still-correcting-verdict

[২৪] রায়ের কপি পেয়েছেন খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা/ নয়াদিগন্ত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/295409

[২৫] কারাগারে আইনজীবী প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ শেষে ব্যারিস্টার মওদুদ: নির্জন ভাঙাবাড়িতে সাধারণ কয়েদির মতো খালেদা জিয়াকে রাখা হয়েছে/ নয়াদিগন্ত ১১ ফেবক্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/292886

[২৬] আরও ৪ মামলায় গ্রেফতার খালেদা জিয়া: জামিন বিলম্বের আশঙ্কা/ যুগান্তর ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/16981/

তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমিদখল, প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি বাণিজ্য, সাধারণ নাগরিক ও নারীদের ওপর সহিংসতা এবং যৌন হয়রানির মত ঘটনা ঘটানোর অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে তারা দায়মুক্তি ভোগ করছে বলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার কোন প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছেনা। কয়েকটি ঘটনায় অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা হলেও তারা অনেকে আদালত থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে যাচ্ছেন।[২৭] এরকম অসংখ্য ঘটনার মধ্যে নিচে দুটি ঘটনা দেয়া হলোঃ

১০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এহসান রফিকের কাছ থেকে মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল শাখার সহ-সম্পাদক ওমর ফারুক একটি ক্যালকুলেটার ধার নেয়। পরবর্তীতে গত ৭ ফেব্রুয়ারি এহসান রফিক ক্যালকুলেটারটি ফেরত চাইলে ওমর ফারুক ক্যালকুলেটার ফেরত না দিয়ে তাঁকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ডেকে নেয় এবং সেখানে উপস্থিত আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের হল শাখার নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে এহসানকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী এই স্বীকারোক্তি দেয়ার জন্য চাপ দেয়, হল থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেয় এবং রড ও লাঠি দিয়ে বেদম মারপিট করলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করে পুনরায় হলে এনে ছাত্রলীগের হল শাখার সভাপতি তাহসান আহমেদের কক্ষে আটকে রাখে। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মারপিটে এহসান রফিক গুরুতর আহত হন এবং তাঁর বাম চোখের কর্নিয়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২৮]

ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মারপিটে গুরুতর আহত এহসান রফিক। ছবিঃ যুগান্তর ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

[২৭] আবু বকরকে কেউ খুন করেনি!/প্রথম আলো ২৬ জানুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1417456/

[২৮] ঢাবি শিক্ষার্থীকে মেরে রক্তাক্ত করল ছাত্রলীগ/ যুগান্তর ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/news/15397/

১১. গত ৮ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়ার মামলার রায়কে কেন্দ্র করে বিএনপি নেতাকর্মীদের কর্মসূচি ঠেকানোর জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জের তিনশ ফিট রাস্তায় উভয় পাশে অবস্থান নেয় উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা রফিকুল ইসলাম রফিক ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য গোলাম দস্তগীরের সমর্থকরা। এই সময় আধিপত্য বিস্তার ও একই স্থানে অবস্থান নেয়াকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষে ঘটনা ঘটে। এই সময় পুলিশ সংঘর্ষ থামাতে লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ করলে স্বেচ্ছাসেবকলীগ কর্মী সুমন মিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এই ঘটনায় ১৫ জন গুলিবিদ্ধসহ সাংবাদিক, পুলিশ এবং উভয় পক্ষের শতাধিক নেতাকর্মী আহত হন।[২৯]

ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ

১২. ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিভিন্ন সেক্টরে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যেতে থাকে যার মধ্যে অন্যতম শেয়ার মার্কেট এবং ব্যাংকিং সেক্টর। ২০০৯ সালে শেয়ারমার্কেটে ধস নামলে সাধারণ ব্যবসায়ীরা পথে বসে এবং অনেকে তাদের টাকা হারিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। ২০১৪ সালে বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ব্যাংকিং সেক্টরে দুর্নীতি চরম আকার ধারন করে। এই সময় সরকার তার নিজের নেতাকর্মীদের অনুকুলে অনেকগুলো ব্যাংকের লাইসেন্স দেয় এবং বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে নেতাকর্মীদের সম্পৃক্ত করে। ফলে সোনালী ব্যাংক থেকে হলমার্ক নামে একটি প্রাইভেট কোম্পানী কয়েক হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে টাকা চুরিসহ বেসিক ব্যাংক (ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবদুল হাই বাচ্চুর সঙ্গে সরকারের উচ্চ মহলের সখ্যতার কারনে বেসিক ব্যাংকের দূর্নীতির মামলায় এখনও তাকে আসামী করেনি দুর্নীতি দমন কমিশন), আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এবং ২০১২ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা মহিউদ্দিন খান আলমগীরের মালিকাধীন ফারমার্স ব্যাংক (পরিচালনা পর্ষদে সাবেক আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাসহ ক্ষমতাসীন দলের সমর্থনপুষ্ট বুদ্ধিজীবি রয়েছেন) এবং জনতা ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংকে ব্যাপক দুর্নীতি ও ঋণ কেলেঙ্কারি মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগ রয়েছে।

১৩. ব্যাংকিং সেক্টরে কি ধরনের লুটপাট চলছে তা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায়। ফারমার্স ব্যাংকের দুর্নীতি ও ঋণ কেলেঙ্কারির অভিযোগ পেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নমুনা হিসেবে মাত্র কয়েকটি ঋণ হিসাব যাচাই করে যে পরিদর্শন প্রতিবেদন তৈরী করেছে তাতে দেখা যায়, অনিয়ম করে বরাদ্দ পাওয়া ঋণ গ্রহীতার হিসাব থেকে পে-অর্ডারের মাধ্যমে অর্থ গেছে ব্যাংকের পদত্যাগী চেয়ারম্যান ড.মহিউদ্দিন খান আলমগীর ও অডিট কমিটির পদত্যাগী চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক চিশতীর ব্যাংক হিসাবে। এভাবে তাঁরা ঋণ মঞ্জুরের নামে অনিয়ম ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন বলে পরিলক্ষিত হয়েছে।[৩০] এই ধরনের দুর্নীতি ও ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনা অন্যান্য ব্যাংকগুলোতেও ঘটেছে বলে অর্থনীতিবিদরা আশংকা প্রকাশ করছেন।

---

[২৯] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩০] ফারমার্স ব্যাংকের ঋণ কেলেঙ্কারি : বিশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদনে তথ্য: পে-অর্ডারে মহীউদ্দীন আলমগীরের হিসাবে ঘুষ লেনদেন/ যুগান্তর ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/16311/

১৪. জনতা ব্যাংকের মোট মূলধন যেখানে ২ হাজার ৯৭৯ কোটি টাকা সেখানে তারা মোহাম্মদ ইউনুস (বাদল) নামে এক ব্যক্তির মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান এননটেক্স গ্রুপকে ৫ হাজার ৫০৪ কোটি টাকা ঋণ ও ঋণসুবিধা দিয়েছে। মূলধনের সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ দেয়ার সুযোগ আছে। অর্থাৎ এক গ্রাহক ৭৫০ কোটি টাকার বেশী ঋণ পেতে পারেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বারাকাত এই ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকাকালিন সময়ে এই অর্থ দেয়া হয়। এই সময় ব্যাংকের পর্ষদ সদস্য ছিলেন সাবেক আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ নেতা বলরাম পোদ্দার, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সাবেক সহসম্পাদক নাগিবুল ইসলাম ওরফে দীপু, যুবলীগ নেতা আবু নাসের। ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকের পর্ষদ সদস্যদের উৎসাহই ছিল বেশী বলে জানা গেছে। ঋণ গ্রহীতা মোহাম্মদ ইউনুস (বাদল) একসময় বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের সামান্য কর্মচারী ছিলেন। আওয়ামী লীগের শাসনামলে তাঁর উত্থান হয় এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ২২টি প্রতিষ্ঠানের মালিক হন।[৩১]

১৫. ক্ষমতাসীন দল দেশে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে বলে জনগনের কাছে ধারনা দেওয়ার চেষ্টা করলেও মূলত উন্নয়নের নামে ব্যাপক লুটপাটের অভিযোগ রয়েছে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী ও সরকার সমর্থক বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। এই সময়ে বিপুল অংকের টাকা বিদেশে পাচার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষনা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৫ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৭ হাজার পাঁচ শত পচাশি কোটি ডলার বা ৬ লক্ষ ৬ হাজার ৮ শত ৬৮ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে । এরমধ্যে ২০১৪ সালেই বাংলাদেশ থেকে ৯১১ কোটি ডলার প্রায় ৭২ হাজার ৮ শত ৭২ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে।[৩২] প্যারাডাইস পেপার্সএর দ্বিতীয় তালিকায় বিতর্কিত ব্যবসায়ী মুসা বিন শমসেরসহ আরও ২০ বাংলাদেশীর নাম এসেছে। এদের সবাই অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের মাল্টায় অর্থ পাচার করেছে।[৩৩] এখন পর্যন্ত পানামা ও অফশোর পেপার্সএর তিনটি তালিকায় মোট ৮৭ জন বাংলাদেশীর নাম এসেছে।[৩৪] এভাবে দুর্নীতির বিস্তার এবং লুটপাটতন্ত্র কায়েমের পিছনে মূলত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং কার্যকর সংসদের অভাবে জবাবদিহিতার জায়গা সংকুচিত হওয়াকেই দায়ী করা যায়।

১৬. দুর্নীতির এরকম ভয়াবহ অবস্থায় থাকলেও দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। বরং বর্তমান সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী রাজনীতিক এবং আমলাদের দুর্নীতির বিষয়ে ২০০৭-২০০৮ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে দায়ের করা মামলাগুলোর ব্যাপারে যে অনুসন্ধান শুরু করেছিলো দুদক, তার বেশীর ভাগ অভিযুক্তই দায়মুক্তি পেয়ে গেছেন। অনেকটা গোপনেই মামলা নথীভুক্ত করে দায়মুক্তির 'সনদ' দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন।[৩৫] অন্যদিকে বিরোধীদল বিএনপি'র শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় সাজা দেয়া ও

---

[৩১] একক ব্যক্তির ঋণে বৃহত্তম কেলেঙ্কারি/প্রথম আলো ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/economy/article/1424536/

[৩২] অর্থ পাচার নিয়ে জিএফআইয়ের প্রতিবেদন: এক বছরে ৭৩ হাজার কোটি টাকা পাচার/ প্রথম আলো ৩ মে ২০১৭/ http://www.prothomalo.com/economy/article/1166601

[৩৩] প্যারাডাইস পেপারসে অর্থ পাচারের দ্বিতীয় তালিকা: আরও ২০ বাংলাদেশির নাম/ যুগান্তর ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/18058/

[৩৪] অর্থ পাচার: কোনো ব্যবস্থাই কেউ নেয়নি/ প্রথম আলো ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1433156/

[৩৫] ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কয়েকজন সিনিয়র নেতা ও দলটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অভিযোগ আনা হয়েছিলো, সেগুলো ২০১৩ সালে খারিজ করে দেয় দুদক। এরমধ্যে সাবেক সংসদ সদস্য এইচবিএম ইকবাল ও সাবেক চিফ হুইপ আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে দুইটি মামলা থেকে অব্যাহতি দেয় কমিশন। ২০১৩ সালের জুন মাসে সাবেক মন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে দুর্নীতির একটি অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয় কমিশন। এছাড়া বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাকে দায়মুক্তি এবং মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কক্সবাজার-৪ আসনের সরকার

আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ব্যাপারে কমিশনকে অতিরিক্ত মনোযোগী হতে দেখা গেছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ সম্প্রতি প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টের ওপর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, দেশে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে, কিন্তু তারা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে।[৩৬]

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

১৭. ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে উচ্চ আদালতের বিভিন্ন বিষয়ে টানাপোড়েন দেখা দেয়ায় ২০১৭ সালকে বিচার বিভাগের জন্য একটি কালো অধ্যায় বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।[৩৭] এই সময় ক্ষমতাসীনরা বিচার বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং এর ফলশ্রুতিতে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার দেশত্যাগ এবং অবশেষে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন বলে অভিযোগ রয়েছে। এর পর প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হলে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গত ২ ফেব্রুয়ারি আপিল বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় এবং এই দিনই ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা পদত্যাগ করেন।[৩৮] ৪ ফেব্রুয়ারি নতুন প্রধান বিচারপতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অ্যাটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন‘ বেশ কয়েক বছর যাবৎ আমাদের বিচার বিভাগের অবক্ষয় ঘটেছে। সাধারণ জনগনের কাছে এই আদালতের যে ভাবমূর্তি ছিল তাতে পরিবর্তন ঘটেছে। উচ্চ আদালতের বিভিন্ন দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে মাহবুবে আলম আরো বলেন, সবচেয়ে ভয়বহ বিষয়টি হলো, বিশেষ বিশেষ কোর্ট, বিশেষ বিশেষ আইনজীবীর কোর্ট হয়ে গেছে এবং জ্যেষ্ঠ আইনজীবীর কাছ থেকে ব্রিফ নিয়ে তাঁদের নিয়োগ করা হচ্ছে। বিচারপ্রার্থী ব্যক্তিরা অনেকে জেনে গেছেন, কোন কোর্টে কাকে নিয়ে গেলে মামলা জেতা যাবে। এটা তো ন্যায়বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।[৩৯] বিচার বিভাগের এই ক্রান্তিলগ্নে সুপ্রিম কোর্ট দিবসে[৪০] বিচার বিভাগের ওপরে নির্বাহী বিভাগের আধিপত্য ও হস্তক্ষেপমুক্ত একটি পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেন দেশের বিশিষ্ট আইনজীবীরা। বিবৃতিতে তারা, মাসদার হোসেন মামলার রায়ের মাধ্যমে অধস্তন আদালতকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালতের দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ সংবিধান ও সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের প্রতি সম্মান দেখাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

দলীয় সংসদ সদস্য সাইমুম সারোয়ার ও তাঁর স্ত্রী সৈয়দা সেলিনা আক্তার, নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য শামীম ওসমানকে জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের দায় থেকে অব্যাহতি দেয় দুদক। ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে অগাস্ট পর্যন্ত প্রায় ১৬০০ ক্ষমতাসীন দল সমর্থক রাজনৈতিক ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় সংসদের উপনেতা সাজেদা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, ফিলিপাইনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মাজেদা রফিকুন নেসা প্রমুখ।

[৩৬] ACC admits failure in curbing massive corruption in country /নিউএজ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/35498/acc-admits-failure-in-curbing-massive-corruption-in-country

[৩৭] ৩ জুলাই ২০১৭ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী কে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রেখে আপিল বিভাগ যে রায় দেয়, সেখানে দেশের রাজনীতির অতীত ও বর্তমান নিয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান করেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। এছাড়া নিম্ন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃংখলা বিধিমালা নিয়ে সরকারের সঙ্গে সাবেক প্রধান বিচারপতির দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

[৩৮] সৈয়দ মাহমুদ প্রধান বিচারপতি/ প্রথম আলো ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1423266/

[৩৯] ‘এভাবে চললে সততা বজায় রাখা কঠিন হবে’/ প্রথম আলো ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

[৪০] বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্ট ১৯৭২ সালের ১৮ ডিসেম্বর প্রথম কার্যক্রম শুরু করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি বছর সুপ্রিম কোর্টের প্রথম কার্যদিবসকে সুপ্রিম কোর্ট দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৮ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের পূর্ব নির্ধারিত ছুটি থাকায় প্রতম কার্যদিবস ২ জানুয়ারি দিবসটি উদযাপিত হয়।

রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নিপীড়ন ও দায়মুক্তি

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৮. জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘনের নিকৃষ্টতম উদাহরণ হচ্ছে বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড, যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২[৪১] এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ৬[৪২] এর স্পষ্ট লঙ্ঘন। *অধিকার* মনে করে গনতান্ত্রিক সরকার না থাকায় রাষ্ট্র কর্তৃক হত্যাকারীদের দায়মুক্তির সুযোগে এবং দুর্বল ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার জন্য বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে চলেছে। উদ্বেগের বিষয় ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসেই ১৯ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন এবং ফেব্রুয়ারি মাসে এই সংখ্যা ছিল ৮ জন। ভিকটিম পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের গুলি করে হত্যা করেছে। বারবার দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবী জানানো হলেও সরকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অস্বীকার করছে, ফলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তি প্রবলভাবে বিরাজমান ছিল।

১৯. *অধিকার* এর তথ্যানুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে ৭ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

২০. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কারণে নিহত ৭ জনের মধ্যে ৬ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে ৩ জন, ডিবি পুলিশের হাতে ১ জন ও র‍্যাবের হাতে ২ জন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুলিতে মৃত্যুঃ

২১. এই সময় ১ ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

২২. নিহতদের মধ্যে ১ জন আওয়ামী লীগের কর্মী, ১ জন হত্যা মামলার আসামী, ১ জন ধর্ষণ মামলার আসামী ও ৪ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

গুম

২৩. ফেব্রুয়ারি মাসে ২ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ১ জনকে পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে ও ১ জনের লাশ পাওয়া গেছে।

[৪১] আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

[৪২] প্রত্যেক মানুষের বাঁচার সহজাত অধিকার রয়েছে। এ অধিকার আইনের দ্বারা রক্ষিত হবে। কোন ব্যক্তিকে খেয়াল-খুশিমত জীবন থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

২৪.গুম নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ৯[৪৩] ও ১৬[৪৪] এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১[৪৫], ৩২[৪৬] ও ৩৩[৪৭] অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি হাতিয়ার। গুম মানবতাবিরোধী অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশে গুমের ঘটনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি বিতর্কিত নির্বাচনের আগে ও পরে বিরোধী দলের নেতাকর্মীরা ব্যাপকভাবে গুমের শিকার হন। ২০১৪ সালের মত ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে আসন্ন একাদশতম জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে গুমের ঘটনা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বিরোধী দলের নেতাকর্মীরা এর শিকার হতে পারেন বলে আশংকা প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো।[৪৮] গুমের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ কিছু লোক আচমকা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে বিনা ওয়ারেন্টে মাইক্রোবাস বা গাড়ীতে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। ভিকটিমদের পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকেই তাঁরা গুম হয়েছেন। এই সব ক্ষেত্রে স্পষ্টতই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জড়িত থাকার বিষয়ে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যও পাওয়া গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া গেছে। গুমের শিকার কোন ব্যক্তি ফেরত আসলে এই বিষয়ে কোন কথা বলতে চাননা এবং তাঁদেরকে খুব ভীত মনে হয়।

২৫.১ ফেব্রুয়ারি রাতে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের মহিষাডাঙ্গা নামকস্থানে পুলিশের সঙ্গে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' তৌহিদুল ইসলাম (৩৮) নামের এক যুবক নিহত হন। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ রতন শেখ জানান, মহাসড়কে ডাকাতি হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি টিম অভিযান চালালে গুলি ও পাল্টা গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। এই সময় অজ্ঞাত এক 'ডাকাত'কে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে

---

[৪৩] প্রত্যেককের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। কাউকে খেয়াল-খুশিমত আটক অথবা গ্রেফতার করা যাবে না। আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট কারণ ও আইনানুগ পদ্ধতি ব্যতীত কাউকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

[৪৪] আইনের সামনে প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার থাকিবে

[৪৫] আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

[৪৬] আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

[৪৭] (১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। (২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু, অথবা
(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে। (৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিককাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্তকাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে। (৫) নির্বতনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

[৪৮] HRC36 Oral Statement on Enforced Disappearances in Bangladesh, https://www.forum-asia.org/?p=24796

কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষনা করেন। তবে নিহত তৌহিদুল ইসলামের বড়ভাই শহিদুল ইসলাম জানান, গত ২৯ জানুয়ারী সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ৬টায় কুষ্টিয়া শহরের হরিশংকরপুরস্থ বাসা থেকে ৮/১০টি মটর সাইকেল আরোহী সাদা পোষাকের লোক ডিবি পুলিশ পরিচয়ে তৌহিদুল ইসলামকে তুলে নিয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে তার পরিবার কুষ্টিয়া ডিবি পুলিশের ওসি সাব্বিরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি তৌহিদুলকে আটকের কথা অস্বীকার করেন।[৪৯]

২৬. গত ১৪ ফেব্রুয়ারি লক্ষীপুর সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ সামসুদ্দিন আদালতে মামলার হাজিরা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ঝুমুর সিনেমা হল এলাকায় পৌঁছলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে কয়েক ব্যক্তি তাঁর মুখ বেঁধে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে চলে যায় বলে তাঁর স্ত্রী ফাতেমা গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেন। তবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো সামসুদ্দিন তাঁদের কাছে নাই বলে জানান। এই ব্যাপারে ১৫ ফেব্রুয়ারি লক্ষীপুর সদর থানায় একটি সাধারণ ডয়েরী করা হয়েছে।[৫০] যার নম্বর ৬৮৯।[৫১] এরপর ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রেস কনফারেন্স করার পরে ঐদিন রাত নয়টায় তাঁকে মাইক্রোবাসে করে নোয়খালীর বেগমগঞ্জে ছেড়ে দেয়া হয়। এই সময় তাঁর চোখ বাঁধা ছিল। কারা তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে কি আচরণ করা হয়েছে এই ব্যাপারে মোহাম্মদ সামসুদ্দিন কোন কিছু জানাতে চাননি।[৫২]

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে নির্যাতন, অমানবিক আচরণ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জবাবদিহিতার অভাব

২৭. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য বিশেষ করে পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে চাঁদা আদায়, ঘুষ গ্রহণ, নির্যাতন এবং হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকার পুলিশ এবং র‍্যাবকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কাজে ব্যবহার করার ফলে এইসব সংস্থার সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে। শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী নন সাধারণ নাগরিকরাও এই ধরনের পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফেব্রুয়ারি মাসে সারাদেশে সরকার বিরোধীদল দমনে যে গণগ্রেফতার অভিযান চালিয়েছে তাতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো 'নাশকতার অভিযোগে'ও বিশেষ ক্ষমতা ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে বিপুল সংখ্যক বিরোধীদলের নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে এবং তাঁদের ওপর হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ২০১৬ সালের ১০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কাউকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার এবং রিমাণ্ডে নেয়ার বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা[৫৩] প্রণয়ন করে দিয়েছে, যা মানা হচ্ছে না।

---

[৪৯] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৫০] লক্ষীপুরে বিএনপি নেতাকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.bd-pratidin.com/last-page/2018/02/17/307092

[৫১] লক্ষীপুরে বিএনপি নেতাকে তুলে নেয়ার অভিযোগ পরিবারের/ বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৮/ http://www.banglanews24.com/politics/news/bd/637095.details

[৫২] সকালে তুলে নেওয়ার অভিযোগ রাতে বাড়ি ফিরল বিএনপি নেতা/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.bd-pratidin.com/country-village/2018/02/18/307453

[৫৩] ১৯৯৮ সালের ২৩ জুলাই ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ছাত্র শামীম রেজা রুবেলকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের পরদিন ডিবি কার্যালয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করে। ২০০৩ সালে হাইকোর্ট এক রায়ে ৫৪ ও ১৬৭ ধারার কিছু বিষয় সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করেন। ৫৪ ধারায় গ্রেফতার ও

২৮.২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকার বংশাল থানায় পুলিশের দায়ের করা বিস্ফোরক আইনের একটি মামলায় ৩২ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাদেরকে গত ৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ গ্রেফতার করে তাঁর ওপর নির্যাতন চালিয়ে তাঁর দুই হাত ভেঙ্গে ফেলেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। দুই হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় পুলিশ গত ৭ ফেব্রুয়ারি পুলিশ নাদেরকে আদালতে হাজির করে সাতদিনের রিমান্ড চাইলে আদালত নাদেরের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে ১৪ ফেব্রুয়ারি রিমান্ড শুনানীর দিন ধার্য করে। আদালতে নাদের অভিযোগ করেন, 'পুলিশ পিটিয়ে তাঁর দুই হাত ভেঙে ফেলেছে'।[৫৪]

বংশাল থানার বিস্ফোরক মামলায় নাদের নামের এই ব্যক্তিকে (দুই হাতে ব্যান্ডেজ ও প্লাস্টার) রিমান্ড চেয়েছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, গ্রেপ্তারের সময় তাঁর সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। গতকাল বিকেলে তাঁকে ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির করা হয়। ছবিঃ প্রথম আলো ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

২৯.বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রায়কে কেন্দ্র করে গণগেফতার অভিযান চলাকালে গত ৭ ফেব্রুয়ারি রাতে সাদাপোশাকে পুলিশ ঢাকার জুরাইনে ভাঙ্গারী দোকানদার কবির হোসেনকে তাঁর বাসা থেকে আটক করে শ্যামপুর থানায় নিয়ে যায়। তাঁর ভাই তারিক হোসেন ভাইকে ছাড়ানোর জন্য তদবীর করতে থানায় গেলে তাঁকেও আটক করে। এরপর দুই ভাইকে পুলিশ প্রচণ্ড নির্যাতন করে এবং দুই লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করে। কিন্তু কবিরের পরিবার দুই লক্ষ টাকা জোগাড় করতে না পেরে বিশ হাজার টাকা দিলে পুলিশ তারিককে ছেড়ে দেয়। পরে এক বছর আগের একটি রাজনৈতিক মামলায় কবির হোসেনকে গ্রেফতার দেখিয়ে পুলিশ তাঁকে আদালতে পাঠায়।[৫৫]

৩০.আশুলিয়ার জামগড়া এলাকায় এক গার্মেন্টস নারী শ্রমিককে রাসেল নামে তাঁর কথিত প্রেমিক ও তাঁর সহযোগীরা গণধর্ষণ করে স্থানীয় একটি রাস্তায় অচেতন অবস্থায় ফেলে রেখে গেলে গার্মেন্টস শ্রমিক ইমরান (২৬) ও সোহাগ (১৭) সহ কয়েকজন যুবক তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। পরবর্তীতে রাসেলকে আশুলিয়া থানা পুলিশ গ্রেফতার করলেও পাশাপশি ঐ নারী শ্রমিককে উদ্ধারকারী

হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে প্রচলিত বিধি ছয়মাসের মধ্যে সংশোধন করতে বলেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ এবং পরবর্তীতে ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা প্রনয়ন করে দেন ।[৫৩]

[৫৪] ভাঙা হাতে আদালতে যুবক, পুলিশ বলল ধস্তাধস্তি/ প্রথম আলো ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1426616/

[৫৫] হায় পুলিশ!/ প্রথম আলো, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

যুবক ইমরান ও সোহাগকেও থানায় ডেকে এনে পুলিশ গত ১১ ফেব্রুয়ারি আটক করে আদালতে সোপর্দ করে। ঐ নারীর পরিবার ইমরান ও সোহাগ ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত নয় বলে পুলিশকে জানালেও পুলিশ তাঁদের এই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়েছে। ঐ নারী জানান, 'প্রতিবেশী ইমরান ও সোহাগসহ কয়েক যুবক তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি না করলে হয়তো অচেতন অবস্থায় সেখানেই তিনি মারা যেতেন'।[৫৬]

৩১. গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার দয়াগঞ্জ এলাকায় একটি ল্যান্ড ক্রুজার গাড়ি (ঢাকা-মেট্রো ঘ- ১১-০৩৫৮) মোহাম্মদ রাজ নামে একটি নয় বছরের শিশুকে ধাক্কা দেয় । এই সময় সেখানে পুলিশের পিকআপ নিয়ে দায়িত্বপালনরত যাত্রাবাড়ি থানার এস আই রেদওয়ান ল্যান্ড ক্রুজার গাড়িটি আটক না করে ছেড়ে দেন । গাড়িটি ছেড়ে দেয়ার কারণ জানা যায় যে, গাড়িটি পুলিশের আইজির নামে রেজিস্ট্রেশন করা এবং ঢাকা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) গোলাম আজাদ খান গাড়িটি ব্যবহার করেন। পুলিশের গাড়িটি ছেড়ে দিলেও সেখানে উপস্থিত পুলিশ গুরুতর আহত শিশু রাজকে হাসপাতালে যেতে সাহায্য করেনি। শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অনেক দেরীতে নেয়ার কারনে সে মারা যায়।[৫৭]

কারাগারে মৃত্যু

৩২. *অধিকার* এর তথ্য মতে ফেব্রুয়ারি মাসে ৫ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন।

৩৩. চিকিৎসার সুব্যবস্থা না থাকায় এবং কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ আছে। রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন শেষে কারাগারে পাঠানোর পর মৃত্যু ঘটছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৩৪. ২০১৮ সালের ফেব্রয়ারি মাসে ৬ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৩৫. ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা কমে যাচ্ছে, ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অস্থিরতা বাড়ছে এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা অনেক বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অস্থিরতা। আর তাই এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

নিবর্তনমূলক দ্রুত আইনে সাজা বাড়ানো হয়েছে

৩৬. গত ১১ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে 'আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন-২০১৮ পাস হয়। আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি 'আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ' করলে দ্রুত বিচার আইনে তার বিচার হবে। এই সংশোধনীতে সাজার মেয়াদ বাড়িয়ে সর্বনিম্ন দুই বছর ও সর্বোচ্চ পাঁচ বছরেরর জায়গায় সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডের বিধান করা হয়েছে । ২০১৪ সালের ৩ এপ্রিল

[৫৬] ধর্ষিতার উদ্ধারকারীদেরই আটক করল পুলিশ/ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.bd-pratidin.com/last-page/2018/02/12/305663

[৫৭] উদ্ধার না করে পালাল পুলিশ/ প্রথম আলো, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1432431/

এই আইন সংশোধন করে ৫ বছরের জন্য মেয়াদ বাড়ায় বর্তমান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার । আইনটি ২০১৯ সালের ৭ এপ্রিল পর্যন্ত বহাল থাকবে।[৫৮]

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ রয়েছে

৩৭. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৩৮. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারাটি[৫৯] সরকার মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এই আইনটি নিবর্তনমূলক এবং এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করাসহ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের উচ্চ মহলের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে আগের বছর গুলোর মত কোন মন্তব্য লেখা,এমনকি এ সংক্রান্ত পোস্ট 'লাইক' দেবার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও তাঁদের কারাগারে পাঠানোর মত ঘটনা ২০১৮ সালেও ঘটছে। *অধিকার* এই নিবর্তনমূলক আইনটি বাতিলের জন্য ২০১৩ সাল থেকেই প্রচারনা চালিয়ে আসছে। বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের কারনে অধিকারএর সেক্রেটারী এবং পরিচালককের বিরুদ্ধেও এই আইনে মামলা দায়ের করে জেলে পাঠানো হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারাসহ ৫টি ধারা বিলুপ্ত করে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮'র খসড়া অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। চমকপ্রদ বিষয় এই যে বিলুপ্ত করা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ধারাগুলো প্রস্তাবিত নতুন আইনে অন্তর্ভুক্ত করায় এটি আরেকটি নিবর্তনমূলক আইনে পরিনত হতে যাচ্ছে। এছাড়া অনুমোদন পাওয়া আইনের খসড়ায় কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ সংক্রান্ত ৩২ ধারায় সাংবাদিক এবং মানবাধিকারকর্মীদের হয়রানী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সংগঠন 'সম্পাদক পরিষদ' আইসিটি আইনের ৫৭ ধারাসহ বিতর্কিত সব ধারা এবং প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৩২ ধারাসহ বিতর্কিত সব ধারা বাতিলের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।[৬০]

৩৯. গত ৪ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর ছবি 'বিকৃতি' ও তাঁকে নিয়ে ফেসবুকে 'অশ্লীল' বক্তব্য পোস্ট করার অভিযোগে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা হারুন আর রশীদকে (৩৫) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে দায়েরকৃত মামলায় কুড়িগ্রাম জেলার রাজাহাট থেকে গ্রেফতার করেছে লালমনিরহাট জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।[৬১]

---

[৫৮] দ্রুত বিচার আইনে সাজা বাড়ল/ প্রথম আলো ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1429276/

[৫৯] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনে[৫৯] র বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[৬০] ৩২ ধারা বাতিল চায় সম্পাদক পরিষদ/ যুগান্তর ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1425746/

[৬১] প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটুক্তি স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা গ্রেফতার/ পূর্বপশ্চিমক বিডি ডট কম নিউজ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://pbd.news/politics/36004/

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৪০.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ৬ জন সাংবাদিক আহত, ৩ জন লাঞ্ছিত, ১ জন হুমকির সম্মুখীন ও ১ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

৪১. সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত করছে। রাষ্ট্রীয় টিভি বিটিভি সম্পূর্নভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারদলীয় নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে সংবাদকর্মীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে এবং এর পাশাপাশি পুলিশ বিভিন্ন রাজনৈতিক মামলায় সাহসী ও সত্যান্বেষী সংবাদকর্মীদের আসামী করে তাঁদের হয়রানী করছে।

৪২. গত ৩ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর জেলার টঙ্গী বাজারে ব্যবসায়ী ফিরোজ খানের বাসায় সশস্ত্র ডাকাতি হয়। এই ঘটনায় ফিরোজ খান টঙ্গী থানায় মামলা করতে গেলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফিরোজ তালুকদার মামলা গ্রহন করেননি এবং সাংবাদিকদের এই বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য বলেন। ওসির চাপে অন্য পত্রিকায় সংবাদটি ছাপা না হলেও নয়াদিগন্তে সংবাদটি ছাপা হয়। এতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফিরোজ তালুকদার নয়াদিগন্তের টঙ্গী প্রতিনিধি আজিজুল হকের ওপর ক্ষিপ্ত হন। ৬ ফেব্রুয়ারি বিএনপি'র ১৬৫ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে টঙ্গী থানায় বিশেষ ক্ষমতা ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয় সেখানে আজিজুল হককে আসামী করা হয়।[৬২]

৪৩. খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার রায়ের দিন ৮ ফেব্রুয়ারি সিলেটের রাজপথে স্বেচ্ছাসেবকদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বিএনপির মিছিলে হামলা করে এবং আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালায়।[৬৩] এই ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে যে মামলা করেছে সেখানে বিএনপি'র দুইশত নেতাকর্মীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে দায়িত্ব পালনরত দৈনিক শ্যামল সিলেটের ফটোসাংবাদিক মুহিতকেও এই মামলায় আসামী করেছে পুলিশ। মুহিত এই দিন সংঘর্ষের সময় ছবি তোলে যা পরদিন দৈনিক শ্যামল সিলেটে প্রকাশিত হয়।[৬৪]

৪৪. গত ১২ ফেব্রুয়ারি রাঙামাটিতে জেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সুপায়ন চাকমাকে কুপিয়ে আহত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা রাস্তা অবরোধ করলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনার সংবাদ সংগ্রহের সময় সমকালের রাঙামাটি প্রতিনিধি সত্রং চাকমাকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করে।[৬৫]

৪৫. গত ২৪ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপি ঢাকার পল্টনে প্রধান কার্যালয়ের সামনে কালো পতাকা প্রদর্শন কর্মসূচীতে পুলিশ হামলা চালায়। এই সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে পুলিশ বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে লাঠি দিয়ে পেটায় এবং লাঞ্ছিত করে। এরমধ্যে অনলাইন নিউজ পোর্টাল

---

[৬২] ওসির অনুরোধ উপেক্ষা করে সংবাদ প্রকাশ করায় সাংবাদিকের নামে মামলা/ নয়াদিগন্ত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/292541

[৬৩] সিলেটে দফায় দফায় সংর্ঘষ দুইজন গুলবিদ্ধিসহ আহত ২০/ নয়াদিগন্ত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/292302

[৬৪] সিলেটে পুলিশের মামলায় আসামি বিএনপির সিনিয়র নেতা, সাংবাদিকরাও/ মানবজমিন, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=104479&cat=10/

[৬৫] দুর্বৃত্তের হামলায় ছাত্রলীগ নেতা আহত; রাঙ্গামাটিতে পুলিশ ছাত্রলীগ সংঘর্ষে : আহত ৫০/ যুগান্তর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/news/17023/

বাংলাদেশ জার্নালের কিরণ শেখকে পল্টন থানা পুলিশের এ এস আই ওবায়দুল হক পিটিয়ে গুরুতর আহত করে।[৬৬]

কালো পতাকা প্রদর্শন কর্মসূচি চলাকালে নয়াপল্টনে এক বিএনপি কর্মীর ওপর সাদা পোশাকধারী পুলিশের নির্যাতন। ছবিঃ নয়াদিগন্ত ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৮

শ্রমিকদের অধিকার

৪৬. *অধিকারের* তথ্যমতে, ফেব্রুয়ারি মাসে ১১ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে পাথরের অংশ ভেঙ্গে পড়ে ৭ জন পাথর শ্রমিক, ভূমিধ্বসে ১ জন পাথর শ্রমিক, নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করতে যেয়ে ভবন থেকে পড়ে ২ জন নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন ও ১ জন দিন মজুর ট্রাক থেকে মেশিন নামানোর সময় মেশিনের চাপায় মারা যান। এছাড়া ৩ জন পাথর শ্রমিক পাথরের অংশ ভেঙ্গে পড়ে ও ১ জন ভূমিধ্বসে আহত হয়েছেন।

বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন- ২০১৭

৪৭. ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭' সংসদে পাশ হয়।[৬৭] এই আইনে মেয়েদের বিয়ের নূন্যতম বয়স আগের মত ১৮ বছর রেখে বিশেষ ক্ষেত্রে 'সর্বোত্তম স্বার্থে' আদালতের নির্দেশে এবং মা-বাবার সম্মতিতে কোন বয়স সীমা না রেখেই যেকোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়ের বিয়ে

[৬৬] সাংবাদিকেরাও রেহাই পাননি/ নয়াদিগন্ত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/296758

[৬৭] বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল পাস; বিশেষ ক্ষেত্রে পুরুষদের বিয়েও ১৮ বছরের আগে; অগ্রহণযোগ্য ও নারী স্বার্থের পরিপন্থী-মন্তব্য নারী নেত্রীদের/ যুগান্তর ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/02/28/104781/

হতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে[৬৮], যা অবশ্যই বাতিল করা উচিত। পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশে ১৫ বছরের নীচে মেয়ে শিশুর বিয়ের হার সবচেয়ে বেশী।[৬৯] এই পরিস্থিতিতে এই ধরনের আইনের ধারা মেয়ে শিশুদের ভবিষৎ এবং সুস্থ জীবনের পরিপন্থী।

নারীর প্রতি সহিংসতা

বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরণ

৪৮. ফেব্রুয়ারি মাসে মোট ১২ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জন আত্মহত্যা করেছেন, ২ জন আহত, ২ জন লাঞ্ছিত ও ৭ জন বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এই সময় যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ৩ জন পুরুষ ও ১ জন নারী বখাটেদের হাতে আহত হয়েছেন।

৪৯. ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার রানাপাশা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান সালাম (৫০) এক এসএসসি পরীক্ষার্থী (১৫) কে বিয়ে করতে চায়। এতে মেয়েটির পরিবার মেয়েটিকে ইউনুস মোল্লা নামে এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে দিলে চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান ক্ষিপ্ত হয়ে তার সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মেয়েটিকে দীর্ঘদিন ধরে চাপ দিতে থাকে এবং এমনকি তার এসএসসি পরীক্ষা দেয়া বন্ধ করে দেয়ারও হুমকি দেয়। গত ৫ ফেব্রুয়ারি চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঐ মেয়েটির বাড়িতে হামলা করলে মেয়েটি এবং তাঁর স্বামী ইউনুস পালিয়ে যায়। এই সময় চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান মেয়েটির দাদীকে মারধর করে এবং মেয়েটিকে হত্যার হুমকি দেয়। এই ব্যাপারে গত ৯ ফেব্রুয়ারি ঝালকাঠি রিপোর্টাস ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলন করে মেয়েটির পরিবার।[৭০]

ধর্ষণ

৫০. ফেব্রুয়ারি মাসে মোট ৭০ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২২ জন নারী ও ৪৮ জন মেয়ে শিশু। ঐ ২২ জন নারীর মধ্যে ১৩ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ৪৮ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়কালে ৬ জন মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫১. রাঙামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার ওড়াছড়ি গ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যের দ্বারা ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার শিকার[৭১] ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর মারমা পরিবারের দুই বোনকে রাঙামাটি সদর হাসপাতাল থেকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা অন্য কোথাও নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছে রাঙামাটি নাগরিক সমাজ। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি দুই বোনকে নিতে হাসপাতালে যান তাঁদের মা-বাবা। কিন্তু দুই বোন মা-

---

[৬৮] বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৬ খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন; মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়/প্রথম আলো ২৫ নভেম্বর ২০১৬; www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1027783

[৬৯] Bangladesh: Girls Damaged by Child Marriage / হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ৯ জুন ২০১৫; https://www.hrw.org/news/2015/06/09/bangladesh-girls-damaged-child-marriage

[৭০] The 50-yr-old stalker is none but UP chairman/ ডেইলি স্টার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.thedailystar.net/country/the-50-yr-old-stalker-none-chairman-1535446

[৭১] গত ২২ জানুয়ারি রাঙামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার ওড়াছড়ি গ্রামে মারমা পরিবারের এক মেয়ে (১৮) কে ধর্ষণ এবং তাঁর ছোট বোনকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ পাওয়া গেছে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যের বিরুদ্ধে। ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার শিকার দুই বোনকে রাঙামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ড যেখানে এই দু'জন ভিকটিমকে ভর্তি করা হয়, তা পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা পাহাড়া দেয়। ভিকটিমদের সঙ্গে সাংবাদিক এবং মানবাধিকার কর্মীদের দেখা করতে বাধা দেয় তারা। এই অবস্থায় মনে করা হয় ভিকটিমরা আটক অবস্থায় রয়েছেন।

বাবার সঙ্গে যেতে রাজি হননি। পরবর্তীতে পুলিশ ও সাদাপোশাকের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কিছু সদস্য তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের নিয়ে যায়। তখন দুই কিশোরীর সঙ্গে থাকা চাকমা রানি য়েন য়েনসহ কয়েকজন তাদের বাধা দিলে তাঁরা নিজেরাই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দ্বারা হামলার শিকার হন।[৭২] এই ঘটনায় এখনও কোন মামলা দায়ের হয় নাই । [৭৩]

৫২. গত ৭ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলায় ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রী(১৫) মামার বাড়িতে বেড়াতে আসলে ৮ ফেব্রুয়ারি রাত দেড়টায় যুবলীগ নেতা মুজিবর রহমান শরীফের নেতৃত্বে কয়েকজন দুবৃর্ত্ত ঐ ছাত্রীকে জোর করে তাঁর মামা বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গণধর্ষণ করে চোখ বেঁধে বাড়ির পাশের রাস্তায় ফেলে রেখে যায়। ঘটনার পরপরই ঐ মেয়েটির মা চাটখিল থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নিতে গড়িমসি করে। পরে ১১ ফেব্রুয়ারি চাটখিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) প্রধান আসামী যুবলীগ নেতা মুজিবর রহমান শরীফের নাম বাদ দেয়ার শর্তে মামলা নিতে রাজি হয়। পরে ঐ ছাত্রীর মা বাধ্য হয়ে শরীফের নাম বাদ দিয়ে অন্য দুই আসামী জামাল ও কামালের বিরদ্ধে মামলা দায়ের করেন। পুলিশ এখনও কোন আসামীকে গ্রেফতার করেনি। মামলা উঠিয়ে নেয়ার জন্য ধর্ষক শরীফ মুঠোফোনে ঐ ছাত্রীর পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে বলে জানা গেছে।[৭৪]

যৌতুক সহিংসতা

৫৩. ফেব্রুয়ারি মাসে ১৩ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৪ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৯ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৫৪. গত ১০ ফেব্রুয়ারি জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার চরগামারিয়া এলাকায় দাবীকৃত যৌতুক না পেয়ে রীনা বেগম (৩০) নামে এক গৃহবধুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে তাঁর স্বামী ফুলু সেক। এই ঘটনায় ফুলু সেকের বাবা-মাসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।[৭৫]

এসিড সহিংসতা

৫৫. ফেব্রুয়ারি মাসে ১ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি ও মানবাধিকার লংঘন

৫৬. ভারত বাংলাদেশকে প্রায় চারিদিক থেকে ঘিরে রাখলেও বর্তমান অবস্থার মতো অতীতে ভারত বাংলাদেশের নির্বাচন, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই। ১৯৯০ সালে গণঅভূত্থানের মাধ্যমে সামরিক শাসক লে.জে. হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদের পতনের পর থেকে দেশে জনগনের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই সময় একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী কাঠামোতে জনগনের ম্যান্ডেট নিয়ে বড় দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ক্ষমতায় আসে।

---

[৭২] দুই বোনকে তুলে নেয়া এবং চাকমা রানির ওপর হামলা; রাঙামাটির নাগরিক সমাজের অভিযোগ, পুলিশের অস্বীকার/ প্রথম আলো ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

[৭৩] পাহাড়ে দুই কিশোরী ধর্ষণ ও শণ্টীলতাহানির অভিযোগ/ নয়াদিগন্ত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/295440

[৭৪] নোয়াখালীতে যুবলীগ নেতার নেতৃত্বে কিশোরীকে গণধর্ষণ/ নয়াদিগন্ত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/296110

[৭৫] দেওয়ানগঞ্জে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন/ মানবজমিন, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=104643&cat=9/

কিন্তু ২০০৭ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার জরুরি অবস্থা জারির মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণের পর সেই সময় মূল ক্ষমতাবান সেনাবাহিনী প্রধান মইন ইউ আহমেদ ভারত সফরে যান এবং ভারতের তৎকালিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যিনি বর্তমান সরকারের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বলে অভিযোগ রয়েছে। উভয়ে বাংলাদেশের ভবিষৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেন[৭৬] যা প্রণবের বইতেই উল্লেখিত রয়েছে। পরবর্তীতে এই সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে। এরপর ২০১১ সালে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দিলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র জাতীয় সংসদ নির্বাচন অধিকাংশ রাজনৈতিক দল (আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটে আছে এমন রাজনৈতিক দল ছাড়া) বয়কট করে। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং আসন্ন নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করেন।[৭৭] এই বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক নির্বাচনে ভারত সরকার সরাসরি হস্তক্ষেপ করলেও এই প্রক্রিয়া মূলত শুরু হয় ২০০৭ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নেয়ার পর থেকেই। এই ধরনের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ভারত সরকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং জনগণের ভোটবিহীন নির্বাচন ও এর ভিত্তিতে সরকার গঠন বাংলাদেশে ব্যাপক রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করে। প্রহসনমূলক নির্বাচনের কারণে সরকারের নৈতিক ও আইনি ভিত্তির দুর্বলতার সুযোগে ভারত সরকার বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য, রাস্তা-ঘাট ব্যবহার, পরিবেশ বিধ্বংসকারী প্রকল্পসহ বাংলাদেশের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন[৭৮] বিস্তার করে চলেছে।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ভারতের সেনা প্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত ভারতের রাজধানী দিল্লিতে এক সেমিনারে বলেন, "ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অস্থির রাখতে চীনের সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ওই এলাকায় ঠেলে দিচ্ছে পাকিস্তান"।[৭৯] ভারতের সেনাপ্রধানের এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং বাংলাদেশের ওপর মনস্তাত্বিক চাপ সৃষ্টির চেষ্টা বলে মনে করা হচ্ছে । এই ধরনের মন্তব্য থেকে আনুমান করা যায় যে, রোহিঙ্গাদের মতো আসামের বাংলাভাষী মুসলমান নাগরিকদের জোর করে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়ার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে ভারতের।[৮০] এই ধরনের নানা আধিপত্য বিস্তারের পাশাপশি ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ, হত্যা, নির্যাতন ও লুটপাট অব্যাহত রেখেছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

---

[৭৬] The Coalition years (1996-2012) page no-113-115 (প্রণবের নাম লিখতে হবে)

[৭৭] http://www.dw.com/bn/**নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে**/a-17271479

[৭৮] ৬ জুন ২০১৫ সালে সম্পাদিত সংশোধিত প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) চুক্তির মাধ্যমে ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে (পণ্য পরিবহনে প্রতি টনে ১৯২ টাকা ২২ পয়সা হারে ধার্য মাশুলে) বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে এবং অসমভাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ভারত থেকে বেশী দামে প্রায় দুই লাখ কোটি টাকার বিদ্যুৎ কিনবে বাংলাদেশ। ২৫ বছর মেয়াদে এই বিদ্যুৎ কেনায় বাংলাদেশের ব্যয় হবে এক লক্ষ ৯০ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা। ভারত রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পাশাপাশি সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

[৭৯] ভারতীয় সেনাপ্রধানের মন্তব্য; বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের নেপথ্যে পাকিস্তান ও চীন/ নয়াদিগন্ত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/296109

[৮০] ভারতের সেনাপ্রধানের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া; আসামের বাংলাভাষীদের ঠেলে দেয়ার শঙ্কা/ নয়াদিগন্ত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/296446

৫৭. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র নির্যাতনে ১ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এইসময়ে ৫ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'র হাতে আহত হয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ১ জন গুলিতে, ২ জন নির্যাতনে ও ২ জন ক্রুড বোমা নিক্ষেপে আহত হয়েছেন।

৫৮. গত ৩ ফেব্রুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার সীমান্ত এলাকায় ১১৭ নং পিলারের কাছে বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী শরীফুল গরু আনতে গেলে দৌলতপুর ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র সদস্যরা তাঁকে আটক করে তাঁর ওপর নির্যাতন চালায়। গুরুতর আহত শরীফুল সেখান থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে পৌঁছলে তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করলে ঐ রাতেই শরিফুল মারা যান।[৮১]

৫৯. গত ৬ ফেব্রুয়ারি শেষ রাতে ভারতের ক্যাম্পের টহলরত বিএসএফ সদস্যরা কোন কারন ছাড়াই ঠাকুরগাঁও বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার পাড়িয়া সীমান্তের ৩৮৭ মেইন পিলার ৬ সাব পিলারের কাছে বাংলাদেশের দিকে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। এতে সীমান্ত এলাকার স্বরাগন্ধি, আঠিয়াবাড়ি ও রাঙ্গামাটিসহ কয়েকটি গ্রামের বাংলাদেশী নাগরিকরা আতঙ্কিত হয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন। [৮২]

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

৬০. রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এবং বৌদ্ধ দুর্বৃত্তদের হাতে ভয়াবহরকম আক্রমণের শিকার হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার ও টেকনাফের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। *অধিকার* বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরগুলোতে যেয়ে মিয়ানমারের বিভিন্ন গ্রামের অনেক রোহিঙ্গা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। এই সাক্ষাৎকারে রোহিঙ্গা ভিকটিমরা *অধিকারকে* জানান, মিয়ানমার সেনাবাহিনী গণধর্ষণ, গুম, নির্যাতন, হত্যা, শিশুদের গুলি করে বা আগুনে পুড়িয়ে হত্যার মত ঘটনা ঘটিয়েছে।[৮৩] মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ দুর্বৃত্তদের হাতে নিষ্ঠুরতার শিকার ভিকটিম ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়। বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) নিজস্ব অনুসন্ধানে মিয়ানমারের কয়েকটি গ্রামে গণকবরের প্রমাণ পাওয়ার কথা বলা হয়েছে।[৮৪] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) বলছে, উত্তর রাখাইনের বুথিডং শহরের মং নুতে একটি গণকবরের অবস্থান সনাক্ত করা গেছে। রাখাইন থেকে বেঁচে ফেরা লোকজন এইচআরডব্লিউ কে বলেছে, গ্রামের বসতবাড়ির আঙিনায় জড়ো হওয়া গ্রামবাসীর ওপর মিয়ানমারের সেনারা নির্যাতন করেছে। এ ছাড়া ধর্ষণ, খুন ও নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। সেখানে এক ডজনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।[৮৫]

---

[৮১] BD national tortured to death by BSF/ নিউএজ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/34131/bd-national-tortured-to-death-by-bsf

[৮২] বালিয়াডাঙ্গী সীমান্তে বিএসএফের গুলিবর্ষণে আতঙ্কে এলাকাবাসী/ নয়াদিগন্ত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/291734

[৮৩] http://odhikar.org/wp-content/uploads/2017/12/Final_FFR_Rohingya_English-1-150_WCA.pdf

[৮৪] AP finds evidence for graves, Rohingya massacre in Myanmar/ ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://apnews.com/ef46719c5d1d4bf98cfefcc4031a5434

[৮৫] গণহত্যার প্রমাণ নষ্ট করছে মিয়ানমার/ প্রথম আলো ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/international/article/1436606

মিয়ানমারের গু দার পেই গ্রামের ধ্বংসের আগে ২৬ মে ২০১৭ এবং পরে ২০ ডিসেম্বর ২০১৭ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে। ছবিঃ এপি ১ ফেব্রুয়ারী ২০১৮

মিয়ানমার গণকবরগুলো বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে গণহত্যার প্রমাণ নষ্ট করে ফেলছে। ছবিঃ প্রথম আলো ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

৬১. *অধিকার* মিয়ানমারের বুথিডং শহরের নেট চং গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে সেই গ্রামে কয়েকটি 'ম্যাসাকার ফিল্ড'-এর বিষয়ে জানতে পারে যেগুলো থেকে তাঁরা বেঁচে ফিরতে পেরেছেন।

৬২. *অধিকার* কথা বলে নেট চং গ্রামের ফইরাকুল পাড়ার বাসিন্দা সহিদুল আমিনের (২৮) সঙ্গে। সহিদুল আমিন জানান, সেখানে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর গুলিতে কমপক্ষে ৯ জনকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যেতে দেখেছেন এবং আহত অনেকের মধ্যে ১০-১২ জনকে জবাই করে হত্যা করতে দেখেছেন। সহিদুল আমিন বলেন, ২৬ অগাস্ট ২০১৭ রাত আনুমানিক ৩:০০টায় মিয়ানমার সেনাবাহিনী নেট চং গ্রামে হামলা করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে থাকে এবং এলোপাথাড়ি গুলি করতে থাকে। তাঁর বাঁশের তৈরী বেড়ার ঘর ভেদ করে গুলি লেগে আনসার উল্লাহ (৩) ও আব্দুর রহমান (১) নামে তাঁর দুটো ছেলে মারা যায়। এই অবস্থায়, সহিদুল তাঁর নিজের ও পরিবারের অন্যান্যদের জীবন বাঁচাতে সন্তানদের লাশ ফেলে রেখে ফইরাকুল পাড়ার উত্তর পশ্চিমে জয়নুদ্দিন পাড়ায় চলে যান। সকাল আনুমানিক ৮:০০ টায় ৫০-৬০ জন

রোহিঙ্গা তাঁদের স্বজনদের লাশ আনতে জয়নুদ্দিন পাড়া থেকে ফইরাকুল পাড়ার দিকে যেতে চাইলে দুই পাড়ার মাঝে ফনখালীর চরা (খাল) পাড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিয়ানমার সেনাসদস্যরা তাঁদের দিকে বৃষ্টির মত গুলি ছুঁড়তে থাকে। সহিদুল আমিন সবার পেছনে থাকায় গুলি থেকে বেঁচে যান। কিন্তু তাঁর ওপর তিনজনের রক্তাক্ত নিথর দেহ ঢলে পড়ে। তিনি লাশের নিচে চাপা পড়ে থাকাবস্থায় দেখেন সামনে ৬-৭ টি লাশ পড়ে আছে এবং অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়ে কাতরাচ্ছেন। কেউ কেউ আহত অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছেন। তখন তিনি মরার ভান করে পড়ে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ করে মিয়ানমার সেনাসদস্যরা পলায়নরত রোহিঙ্গাদের ধরে ধরে জবাই করে হত্যা করতে থাকে। সহিদুল দেখতে পান সেনাসদস্যরা কমপক্ষে ১০-১২ জনকে জবাই করে হত্যা করেছে। সহিদুল আমিন বলেন, সেই 'ম্যাসাকার ফিল্ড' থেকে তাঁরা আনুমানিক ২০ জন ফিরে আসতে পেরেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই গুলিবিদ্ধ ছিলেন।

৬৩. অধিকার কথা বলে একই গ্রামের ফইরাকুল পাড়ার বাসিন্দা আবু তাহেরের (৩২) সঙ্গে। আবু তাহেরের কথা অনুযায়ী তাঁর গ্রামের পাশেই একটি ধান ক্ষেতে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর গুলিতে কমপক্ষে ১০-১৫ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন এবং ৫ জন আহত হয়েছেন। আবু তাহের বলেন, ২৬ অগাস্ট ২০১৭ রাত আনুমানিক ৩:০০টায় নেট চং গ্রামের দক্ষিণ দিকের ঘাঁটি থেকে মিয়ানমার সেনাবাহিনী গ্রামে হামলা করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে থাকে এবং পলায়নরত মানুষের ওপর এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে। তখন তাহের ও তাঁর পরিবারের সদস্যরাসহ আরো প্রায় ১০০জন রোহিঙ্গা গ্রামের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত পাহাড়ের দিকে দৌড়ে পালাতে থাকেন। প্রায় ১০ মিনিট পর অসংখ্য সেনাসদস্য তাঁদের ধাওয়া করে ঘেরাও করে। তখন সেখান থেকে ৩০-৩৫ জন পালানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেনাসদস্যরা তাদের হাতে থাকা টর্চ লাইট দিয়ে দেখে ফেলে এবং তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি করলে ১০-১৫ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। কিন্তু আবু তাহেরসহ কয়েকজ পাহাড়ের জঙ্গলে পৌঁছাতে সক্ষম হন । যদিও দৌড়ানোর সময় সেনাসদস্যদের গুলিতে পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হন। ভোর হয়ে এলে আবু তাহের ও অন্যান্যরা গাছে উঠে দেখেন সেই ধান ক্ষেতে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় ২০-৩০ টি মৃত দেহ পড়ে রয়েছে।

৬৪. গত ১২ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সফর শেষে ব্রাসেলস থেকে দেয়া বিবৃতিতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট (ইপি)-এর মানবাধিকারবিষয়ক সাব কমিটির প্রধান পিয়ার অ্যান্তোনিও বলেছেন, রোহিঙ্গারা আবারো অতীতের মতো নৃশংসতার শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন। দূর্ভাগ্যবশতঃ এই পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার ব্যাপারে আস্থা রাখা যায় না।[৮৬]

৬৫. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিনিধি পাঠানোর কথা জানানো হয়েছিল। কিন্তু রাখাইনে গিয়ে সরেজমিনে পরিস্থিতি দেখতে প্রতিনিধি পাঠানোর প্রস্তুতির মধ্যেই মিয়ানমার সফরে 'না যাওয়া'র জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে জানিয়ে দিয়েছে মিয়ানমার।[৮৭]

---

[৮৬] রোহিঙ্গারা অতীতের মতোই নৃশংসতার ঝুঁকিতে রয়েছে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট / ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/294861, Myanmar: EP delegation calls for enquiry into human rights violations/ 16 February 2018/ http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180215IPR97930/myanmar-ep-delegation-calls-for-enquiry-into-human-rights-violations

[৮৭] নিরাপত্তা পরিষদকে মিয়ানমারের 'না'/ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.bd-pratidin.com/first-page/2018/02/03/302957

৬৬. রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিয়ে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের চুক্তি হলেও মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর ধ্বংসাত্মক তৎপরতা, নির্যাতন চলছেই। রোহিঙ্গাদের ওপর চলমান সহিংসতা নিয়ে নতুন তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে তৈরি করা এক প্রতিবেদনে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানায়, এই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে মিয়ানমারে এখন অনাহারে মারা হচ্ছে।[৮৮] আইওএম ও সরকারের দেয়া তথ্য মতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন চুক্তির পর গত দুই মাস আট দিনে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন ৬০ হাজার রোহিঙ্গা।[৮৯] এদিকে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার তুমব্রু সীমান্তের জিরো লাইনে অবস্থানকারী ছয় হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গাকে সরে যেতে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সদস্যরা গত ১১ ফেব্রুয়ারি কাঁটাতারের বেড়ার কাছে মাইকিং করেছে।[৯০]

৬৭. ইতিমধ্যে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সচিবালয়ে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রাথমিক তালিকা মিয়ানমারের কাছে হস্তান্তর করেছে বাংলাদেশ। তালিকায় ১ হাজার ৬৭৩টি পরিবারের আট হাজার ৩২ জনের নাম রয়েছে।[৯১]

৬৮. *অধিকার* বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক এবং সসম্মানে প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে এবং রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে চালানো গণহত্যায় জড়িত অপরাধীদের আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহবান জানাচ্ছে।

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

৬৯. বর্তমান সরকার *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে। এরই মধ্যে মানবাধিকার কর্মী যাঁরা দেশের বর্তমান নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা হয়রানীর সম্মুখিন হচ্ছেন।[৯২]

৭০. *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য সাড়ে তিন বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, *অধিকার এর* নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সহযোগিতায় "হিউম্যান রাইটস রিসার্চ এন্ড এডভোকেসি" প্রকল্পের অর্থ দাতার কাছ থেকে আসতে বিলম্ব হওয়ায় *অধিকার* প্রকল্প যাতে সময়মত শেষ হয় সেজন্য তার নিজস্ব তহবিল থেকে ১৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৮ টাকা খরচ করে। ২০১৩ সালের ১৪ জুলাই *অধিকারএর* আবেদন সাপেক্ষে ৩য় বর্ষের বাজেট অনুযায়ী শেষ কিস্তির টাকা *অধিকারএর* মাদার একাউন্টে পাঠায় নেদারল্যান্ডস দূতাবাস। নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও কার্যক্রমের প্রতিবেদনসহ সমস্ত হিসাব-নিকাশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে

---

[৮৮] অ্যামনেস্টির নতুন প্রমাণ: রাখাইনে রোহিঙ্গাদের না খাইয়ে মারা হচ্ছে/ দৈনিক প্রথম আলো, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/international/article/1427336

[৮৯] প্রত্যাবাসন চুক্তির পর পালিয়ে এসেছে ৬০ হাজার রোহিঙ্গা/ নয়াদিগন্ত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/291431

[৯০] সীমান্তে থাকা ৬ হাজারের বেশি রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে চলে যেতে সেনাদের মাইকিং/ নয়াদিগন্ত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/293167

[৯১] বাংলাদেশ-মিয়ানমার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক: ৮০৩২ রোহিঙ্গার তালিকা হস্তান্তর/ মানব জমিন ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=105312&cat=2

[৯২] তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন[৯২] এবং ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল ক্ষমতাসীনদলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু'র গুলিতে নিহত হন। কুষ্টিয়া ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনজন মানবাধিকার কর্মী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে বন্দি ছিলেন।

জমা দেয়ার পরও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই টাকা উত্তোলন করার জন্য *অধিকারকে* অনুমতি দেয়নি। ফলে উল্লেখিত টাকা এখনও ব্যাংকে আটকে রাখা হয়েছে।

৭১. এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় 'এডুকেশন অন দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এন্ড অপকেট এওয়ারনেস্ প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' নামক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন রোধ সংক্রান্ত প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য *অধিকারকে* এনজিও বিষয়ক ব্যুরো দুই বছরের অনুমতি দেয়। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো উল্লেখিত প্রকল্পের ২য় বর্ষের অনুদানের ৫০% অর্থ ছাড় দেয়নি। ফলে প্রকল্পের কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে অর্থছাড় না পাওয়ার কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আটত্রিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত তেতাল্লিশ টাকা ব্যাংকে আটকে রয়েছে। এই ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কয়েক দফা উদ্যোগ নেয়া হলেও বিষয়টি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।

৭২. *অধিকার* এর সমস্ত হিসাব রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে। ২০১৩ সালে *অধিকার* এর ওপর সরকারী নিপীড়ন শুরু হলে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকারকে* বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকে। বর্তমানে *অধিকার* এর সমস্ত একাউন্ট স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক স্থগিত করে রেখেছে।

৭৩. এই ধরনের প্রতিকুলতার মধ্যেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষা এবং ভিক্টিমএর পক্ষে লড়াই করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও তাঁরা কাজ করে চলেছেন।

সুপারিশসমূহ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকার অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। গনগ্রেফতার বন্ধ করতে হবে।

৩. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. বিচারবিভাগের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রনের কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত হতে হবে।

৫. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৬. সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৭. সরকারকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৮. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

৯. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

১০. আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

১১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সরকারকে প্রস্তাবিত ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্টকে আইনের রূপ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

১২. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানী বন্ধের

লক্ষ্যে কারখানাগুলোয় যৌন হয়রানী প্রতিরোধ কমিটি করতে হবে। নির্মান শিল্পসহ অন্যান্য ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য বৈষম্যে রোধের জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

১৩. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। সরকার দলীয় দুবৃর্ত্তরা যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৪. বাংলাদেশের ওপর ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিপত্য বিস্তার করা চলবে না । সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করা এবং অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

১৫. *অধিকার* রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন ও অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মিয়ামার সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে।

১৬. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।